# খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২৫শে এপ্রিল ২০১৪ সালে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়াহ ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

এখন আমি অতি প্রিয় এক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করব যিনি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। তিনি জামাতের অত্যন্ত আত্মনিবেদিত সেবক ছিলেন। দুই দিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন**। প্রত্যেক মানুষই একদিন এ জগত ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি কতই সৌভাগ্যবান যিনি তার জীবন আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টির নিমিত্তে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেন । যখন কোন অঙ্গীকার করেন তখন সে অঙ্গীকারকে পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ধর্মের সেবার পাশাপাশি মানবতার সেবারও সর্বদা চেষ্টা করেন। ফলে তিনি ঐ লোকদের মধ্যে গণ্য হন যাদের প্রশংসা জগতবাসী করে। আর এ কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর বক্তব্য অনুসারে জান্নাত এমন লোকদের জন্য অবধারিত হয়ে যায়। জামাতের ঐ সেবক, যুগ খলীফার সুলতানে নাসির (সাহায্যকারী) আর খেলাফতের জন্য অত্যন্ত আত্মভিমান প্রদর্শনকারী, আমাদের এই প্রিয় ভাই মোকাররম মাহমুদ আহমদ শাহেদ সাহেব ছিলেন, যিনি পাকিস্তানে অধিকাংশ লোকের কাছে মাহমুদ বাঙ্গালী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর ছিলেন। ২৩ এপ্রিল রোজ বুধবার তিনি ইন্তেকাল করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।**

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয়ের প্রথম চিঠি আমার কাছে এসেছে। তিনি লিখেছেন, তিনি খিলাফতের জন্য অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। আল্লাহ্ তালা যেন আমাদেরকেও এমনই বানান। আমি তাদের এই উত্তরই দিয়েছি, তিনি হৃদস্পন্দনের ন্যায় চলাফেরা করতেন। তার হৃদয়ে কখনো এরকম চিন্তার উদ্রেক হতো না- এই নির্দেশ কেন দেয়া হলো? আর এভাবে কেন হলো? তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যদি কোন বিষয় বলা হতো তারপরও তিনি তাৎক্ষনিক সেটার উপর আমল করতেন ।

আমি তাঁর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর বিষয়টা কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

২২ এপ্রিল সিডনীর মিশন হাউজে আসরের নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুটা পথ অতিক্রমের পর ঘরে ফিরে আসেন। তিনি অসুস্থতা বোধ করছিলেন। ঘরে পৌছেই তিনি ব্রেন হেমারেজের শিকার হন। তিনি পূর্ব থেকেই ডাইবেটিস ও ব্লাড প্রেশারের

রোগী ছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভেন্টিলেটরে তাকে রাখা হয়। ডাক্তারদের মতামত ছিল তার ব্রেনের যে অংশ হেমারেইজ হয়েছে সেখান থেকে জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তাদেরকে বলেছিলাম ২৪ ঘন্টা চেষ্টা করে দেখুন। এর চেয়ে বেশি নয়। ২৪ ঘন্টার পর যখন এই মেশিন খুলে ফেলা হয় তখন দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গিয়ে মিলিত হন।

তার পরিচিতি হলো। মাহমুদ আহমদ সাহেব ১৮ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার চরদুখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ্ , মাতা জেয়বুন্নেসা ছিলেন। তাঁর পিতা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব ১৯৪৩ সালে আহমদীয়াতে প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁর নাম আবুল খায়ের মোহাম্মদ ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর সাথে মহিবুল্লাহ্ নাম সংযুক্ত করেন। তিনি তাঁর এলাকার সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। তবলীগের প্রতিও তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি তবলীগ করে তাঁর পিতা খাজা আব্দুল মান্নান সাহেব অর্থাৎ মাহমুদ আহমদ সাহেবের দাদাকেও আহমদী বানিয়ে ছিলেন। তিনি এক সময় শাহারানপুর ইউপিতে পড়ার জন্য গিয়েছিলেন। তখন তিনি আহমদীয়াতের বিষয়টি জানতে পেরে ছিলেন। এটা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের কথা। যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিল্লী এসেছিলেন তখন তাঁর দাদারও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা হয়েছিল । কিন্তু তিনি যাদের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করছিলেন তারা তাকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। পরে যখন তিনি আহমদী হয়েছিলেন তখন তিনি বলতেন, লোকেরা আমাকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই নেয়ামত প্রদান করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর তাহরীকে মোকাররম মাহমুদ আহমদ শাহেদ সাহেবকে তার পিতা ১৯৫৪ সালে সন্তান উৎসর্গের অধিনে উৎসর্গ করেন। মাহমুদ আহমদ শাহেদ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা তার দেশেই অর্জন করেন। এরপর ১৯৬২ সালে ছোট বয়সেই জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন। আর ১৯৭৪ সালে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের আমীর মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার তিন মেয়ে এক ছেলে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সবাই বিবাহিত এবং জামাতের সেবায়ও অগ্রগণ্য রয়েছেন।

প্রাথমিক যুগের আরও কিছু বিষয় যা মাহমুদ আহমদ সাহেব নিজেই তার জামাতাকে নোট করিয়েছিলেন তাও উল্লেখ করছি। তিনি বলছেন, শিক্ষানবীস কালে একবার জামেয়াতে ফুটবল খেলার সময় হাটুতে খুবই ব্যাথা পান। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরত

চলে আসেন। রাবওয়ার আবহাওয়াও ঐ সময় আরামদায়ক ছিল না। আবহাওয়া খুবই গরম, পানি লবনাক্ত আর মিষ্টি পানিও সহজলভ্য ছিল না। অধিকাংশ সময়ই তাঁর পেটে পীড়া লেগে থাকতো। পিতামাতাও দূরে ছিলেন। ছোট ছিলেন। তাই সবসময় পিতামাতার কথা স্মরণ হতো। ছুটির সময় তিনি বাংলাদেশে ফিরত চলে আসেন। ঐ সময় এটা পূর্ব পাকিস্তান ছিল। দ্বিতীয়বার রাবওয়াতে ফিরে আসার তাঁর কোন ধরণের চেষ্টাও ছিল, কোন ইচ্ছাও ছিল না । কিন্তু তিনি বলছেন, সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেব যিনি ঐ যুগে জামেয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি বার বার চিঠি লিখছিলেন আর চেষ্টা করছিলেন আমি যেন দ্বিতীয়বার জামেয়াতে ফিরে আসি। আর এই কারণে আমি আবার ফিরত চলে আসি। তিনি বলছেন , আমার পিতার দোয়ারও গভীর প্রভাব আমার জীবনের উপর পড়েছে। রাবওয়াতে আমি যখন ছিলাম তখন আমি আমার পিতাকে লিখেছি রাবওয়ার আবহাওয়া খুব__ই বৈরী। পানি নেই, গরম অনেক বেশি। খাওয়া দাওয়া খুবই কষ্টের ইত্যাদি ইত্যাদি। এর উত্তরে তার পিতা মোকাররম মহিবুল্লাহ্ সাহেব লিখেন মক্কাতেও খুবই কষ্টকর অবস্থা ছিল আর সূরা ইব্রাহিমের আয়াত পড়। তাতে উল্লেখ রয়েছে রাব্বানা..... এই উদ্বৃতি দিয়ে তিনি তাকে উপদেশ দেন আর লিখেন আল্লাহর খলীফা যে শহর আবাদ করেছেন সেখানে যদি থাকতে না পার তাহলে পিতার সাথে সর্ম্পকই মূল্যহীন। তিনি বলছেন, এরপর আমার জীবনে খুবই পরিবর্তন সাধিত হয়। খুবই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে রয়েছেন। তিনি বলেন, একবার মাহমুদ বাঙালী সাহেব নিজেই আমাকে সদর হওয়ার ঘটনা বলেছেন।

১৯৭৯ সালে যখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সদর নির্বাচন হয় তখন তিনি ভোটের সংখ্যার দিক থেকে পঞ্চম অবস্থানে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। হুযুর তাকে ডেকে বললেন, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক এস্তেগফার কর। তিনি বলছেন, আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। জানি না আমার দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেছে কিনা। যখন হুযুর (রাহে.) আমাকে পঞ্চম অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও সদর নির্বাচিত করেন তখন আমি বুঝলাম হুযুর আমাকে বিনয়ী হওয়ার পদ্ধতি শিখানোর জন্য এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। এর মধ্যে কর্মকর্তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যারা নির্বাচিত হয় তারা যেন অনেক বেশি এস্তেগফার ও দুরুদ শরীফ পড়েন। যাতে বিনয় সর্বদা সর্বদা অটুট থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা যথাযথভাবে খেদমত করার তৌফিক দান করেন।

মাহমুদ আহমদ তিনি তার সময়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকাযিয়ার সদর ছিলেন। ঐ সময় কেন্দ্রের অধীনে সমগ্র বিশ্বের একজনই সদর হতেন। আর বাকী বিশ্বের কোন সদর ছিল না। বরং তাদেরকে কায়েদ বলা হতো। আর তার যুগেই এটার পরিসমাপ্তি হয়েছে। তিনি সর্বশেষ সদর ছিলেন যিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সদর ছিলেন। তার যুগের

পরিসমাপ্তির পর তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)এর সমীপে অত্যন্ত বিনীত ভাষায় একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এতে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) উত্তরে লিখেন, আপনি অযথাই লজ্জিত হচ্ছেন। লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মাশাআল্লাহ্! আপনি অনেক ভাল কাজ করেছেন। অত্যন্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অত্যন্ত সাহসিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে আপনি কাজ করেছেন। আল্লাহ্ এটাকে মোবারকমন্ডিত করুন। এজন্যই তো আপনি আনসারুল্লাহ্য় পর্দাপন করা সত্ত্বেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাকে এক বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। যদি আপনি অযোগ্য হতেন তো কখনো এমনটা করা হতো না। আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ আপনাকে নিঃস্বার্থ সেবক বানিয়ে রাখুন আর সর্বোত্তম সেবা করার তৌফিক দান করুন।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমীর সাহেব বলতেন, যখন আমি পড়ার জন্য রাবওয়াতে যাই। আমার সাথে আরও অনেক ছেলে ছিল। আমরা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই। তখন হুযুর খাটে শোয়া ছিলেন। আমরা পাশেই মাটিতে বসা ছিলাম। হুযুর আমাদেরকে ওয়াকফের গুরুত্ব ও কুরবানীর বিষয়ে বলেন। আর হুযুরের এক হাত আমার উপরে রাখেন কেননা আমি হুযুরের সবচেয়ে নিকটে ছিলাম। এটা আল্লাহ্ তা'লার হিকমত । বাকী সব ছেলে খাবার দাবার এবং অন্যান্য অসুবিধার কারণে সহ্য করতে না পেরে চলে যায় আর আমি শুধু সেখানে নিজের শিক্ষা সম্পন্ন করি আর খোদার ফযলে নিজের ওয়াকফকে পূর্ণ করি। আর এটা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর স্পর্শেরই বরকত।

আবার খালিদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, মরহুম আমীর সাহেব অত্যন্ত মেধাবী মানুষ ছিলেন। সর্ম্পক গড়ার বিষয়ে তিনি খুবই দক্ষতা রাখতেন আর এটাকে তিনি জামাতের কল্যানের কাজে ব্যবহার করতেন। এর ফলে পাকিস্তানী আহমদীদের ইমিগ্রেশনের বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া জামাতের সদস্য তার আগমনের সময় যেটা কয়েক শ ছিল সেটা এখন হাজারের কোটায় পৌছে যায় আর এ উন্নতি অব্যাহত রয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনা ছিল আহমদীদেরকে যেন অষ্ট্রেলিয়ার বড় বড় শহরগুলোতে আবাদ করা হয়। তাই প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে শক্তিশালী জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আর বড় ও সুন্দর মিশন হাউস এবং মসজিদ বানানো হয়েছে। সিডনীতে মসজিদ বাইতুল মাহদী ছাড়াও খিলাফত শতবার্ষিকী হল, মিশন হাউস ও একটি গেষ্ট হাউস নির্মান করা হয়েছে। এভাবে ব্রিসবেনেও মসজিদ বানানো হয়েছে। মেলবোর্নে মসজিদ বানানো হয়েছে। এডালডেও জামাতী সেন্টার আছে। ক্যানবেরাতেও মসজিদের জন্য বড় জায়গা নেবার

চেষ্টা করা হচ্ছে। খুব দ্রুতই সেটা পাওয়া যাবে। অষ্ট্রেলিয়া জামাতের এই উন্নতিতে মাশাআল্লাহ্ তার বড় অবদান রয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ইমরান আহসান সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব ১৯৯১ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়াতে মিশনারী ইনচার্জ ও আমীর জামাত হিসেবে সেবা করে যাচ্ছেন। তার যুগে অনেক বড় বড় প্রজেক্ট সম্পন্ন করা হয়েছে যখন কিনা জামাতের সদস্য সংখ্যা খুব অল্প ছিল।

ভিক্টোরিয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জাবেদ সাহেব তার বিস্তারিত বিবরণের চিঠিতে লিখেন, আমীর সাহেবের ছোট ছোট বাক্যে প্রদান করা দিকনির্দেশনাতেও দূরদর্শিতা ও বিক্ষনতার বিষয়টি সবার জানা। আমীর সাহেবের কাছে পুরোনো একটি গাড়ী ছিল। মজলিসে আমেলার বারবার অনুরোধ এবং আমার ব্যাক্তিগত ভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ভালো গাড়ী তিনি নেননি। কিন্তু সর্বদা মুরব্বীদের ভালো গাড়ীর ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন, নিজের কোন চিন্তাই করতেন না।

তার মেয়ে লিখেন, কাপড় চোপড় তাঁর সামান্যই ছিল। আমরা কাপড় চোপড় নিয়ে আসলে তিনি উপদেশ দিতেন যা আরামদায়ক তাই পরিধান কর, অতিরিক্ত খরচ করার প্রয়োজন নাই। জামাতের খরচাদির ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। স্মৃত্মিশক্তি প্রখর ছিল। জামাতের সদস্যদের নাম স্মরন রাখতেন। জামাতের সদস্যদের গুনাবলীকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর খোদা প্রদত্ত অসাধরণ ক্ষমতা ছিল।

তাহেরা আতাহার সাহেবা বর্ননা করেন ,কিছুদিন পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার সালানা জলসা শেষ হল। সেখানেও তিনি মসজিদে অবস্থানকারী মেহমানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন । নামাজ পড়ার বিষয়ে বিশেষভাবে তাগিদ দেন ।

আমাদের এখানকার যিনি প্রেস ইনচার্জ অর্থাৎ আবেদ ওহিদ সাহেব যিনি আমার সাথে বিভিন্ন সফরে ছিলেন তিনি বলেন, গত বছর অষ্ট্রেলিয়া সফরের সময় জনাব মাহমুদ আহমদ বাঙালী সাহেবকে কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছিল । সফরের সময়টাতে তার শরীরের অবস্থা ততটা ভাল ছিল না । তা সত্ত্বেও, অত্যন্ত ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি তিনি খেয়াল করতেন । উদাহরণ স্বরূপ, একবার রাতের খাবারের সময় আমাদেরকে পর পর দুই দিন একই সবজী দেওয়া হয়, যদিও আমাদের মধ্যে এটি নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না । কিন্তু বাঙালী সাহেব এই বিষয়টি খেয়াল করলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিজে রান্না ঘরে গিয়ে জিয়াফতের দায়িত্বে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, একই রকমের সবজি বারবার দেওয়া হচ্ছে কেন? এখানে কি অন্য সবজি পাওয়া যায় না ? এভাবে তিনি মেহমানদের সকল দিক থেকে

খেয়াল রাখতেন । তার স্বভাবের মধ্যে অত্যন্ত বিনয়ী ভাব ছিল । জামাতের ব্যবস্থাপনার তিনি সম্মান করতেন । খেলাফতকে তিনি পাগলের মত ভালোবাসতেন।

মোকাররম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব , ইমাম লন্ডন মসজিদ , তিনি লিখেন- তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং স্বচ্ছ মানুষ ছিলেন । ২০০৪ সালে আমার এক মাসের জন্য অষ্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আর তখনই আমি তার অগনিত গুনাবলী সম্পর্কে জানতে পারি । আগাগোড়া তার খেলাফতের সাথে ভালোবাসা ও আনুগত্য ছিল। প্রাত:ভ্রমনের সময় প্রায়শই এই বিষয়ে কথা হত । জামাতের উন্নতি, জামাতের কাজে অংশগ্রহন , জামাতের কাজের সাথে জড়িত থাকা নিয়ে কথা হত । তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলতেন , এখনও অনেক দুর্বলতা রয়েছে । দৌড়া করার সময় তিনি বিভিন্ন জামাতের নাম উল্লেখ করে বলতেন , কোন কোন বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

তার জামাতী খেদমত তিনি নাসের হোষ্টেল থেকে শুরু করেছিলেন। এরপর তিনি ৭৭-৭৯ সাল পর্যন্ত মোকামী মোহতামীম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়া ছিলেন। এরপর উনআশির বার্ষিক ইজতেমায় তাকে কিন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত তিনি প্রায় ১০ বছর খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার সর্বশেষ আন্তর্জাতিক সদর ছিলেন। এরপর থেকে বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা সংগঠন হয়ে যায়। তিনি ইসলাহ ইরশাদ বিভাগেও খেদমত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। চতুর্থ খেলাফতের সময় যখন কেন্দ্রীয় অডিও ভিডিও বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় তখন নভেম্বর ১৯৮৩ সালে তাঁকেই এই বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালে তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে ওয়াকিল অডিও ভিডিও হিসেবে সেবা করার সুযোগ পান।

এরপর ২৮ জুন এই বিভাগ তাহরীকে জাদীদ থেকে বাদ হয়ে যায়। হয়তো বা বাদ হয়নি তিনি হয়তো সেখানে আর কাজ করেননি কারন এমটিএ,এর পূর্বে সেই সময় ক্যাসেট পৌছানোর জন্য তা শুরু করা হয়েছিল। এরপর এমটিএ -ই এই কাজ সামলে নেয়। ২৮ জুন ১৯৯১ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অষ্ট্রোলিয়ার আমীর হিসেবে খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন।

আল্লাহ তা'লা তার উপর রহমত বর্ষন করুন। তার মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর করুন। নিশ্চয়ই তিনি একজন নিঃসার্থ এবং নিজের সকল যোগ্যতার সাথে জামাতের সেবাকারী বুযুর্গ ছিলেন। নিজের স্বাস্থ্যের কোন পরওয়া করতেন না । আর জামাতী কাজে কোন বাধা বিপত্তিও সামনে আসতে দিতেন না। আমার বিগত অষ্ট্রোলিয়া সফরে তিনি তার অনেক কষ্ট সত্ত্বেও সকল কাজের নিগরানী করেছেন।

আমি খোদ্দামুল আহমদীয়াতে তার অধীনে কাজ করেছি। অনেক উদারতার সাথে তিনি তার অধিনস্তদের নিকট থেকে কাজ আদায় করতেন। তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতেন আর কাজের মূল্যায়নও করতেন। আর খিলাফতের এমন সুলতানে নাসির ছিলেন যার উদাহরন খুব কমই পাওয়া যায়। যার বর্ননা আমি শুরুতেই করেছি। তার মৃত্যুতে অষ্ট্রোলিয়া জামাতে একটি শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ঐশী জামাতকে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং সামলিয়ে থাকেন। আর এই সমস্ত শুন্যতাকে তিনি নিজে পূরন করে থাকেন। আল্লাহ তা'লা ফজল করুন আর সর্বদা তার মত সুলতানে নাসির দান করুন যারা খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে আর জীবন উৎসর্গকারী ও নিজের ওয়াদা পূর্নকারী হবে। আল্লাহতা'লা তার স্ত্রী ও সন্তানদের হাফেজ নাসের হউন আর তাদেরও এমন তৌফিক দিন যে তারা তাদের বাবার ন্যায় ঈমানে মজবুত থাকে আর খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টিকারী হতে পারে। আল্লাহতা'লা তাঁর সন্তানদের তৌফিক দান করুন যেন তারা তাদের মায়ের হক আদায় করতে পারে। আর আজ নামাযে জুম'আর পর আমি তার নামাযে জানাযা গায়েব পড়াবো , ইনশাল্লাহ!